দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

এবার নজর টেকসই প্রবৃদ্ধিতে :অর্থমন্ত্রী

□□ইত্তেফাক রিপোর্ট ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং ০০:০০ মিঃ

দেশের বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ভালো হলেও তা প্রকৃত অর্থে টেকসই বলা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে এবার নজর দেয়া হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে সরকার নজর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'প্রস্তাবিত জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল' নিয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এতদিন প্রবৃদ্ধির জন্য আমরা অবকাঠামোকে গুরুত্ব দিয়েছি। এখন এই প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে হলে কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন তথা মানব সম্পদ উন্নয়নে নজর দিচ্ছি। অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে ঘাটতি আছে জানিয়ে তিনি বলেন, গত ৫-৬ বছর ধরে আমরা অবকাঠামো উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছি। এখন আমাদের পরের স্তরের কাজ করতে হবে। অবকাঠামোর পরেই মানব সম্পদের দক্ষতা বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের তহবিল ভারত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরেও রয়েছে। আসছে বাজেটে এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল গঠনের একটি উদ্যোগ ১৯৮১ সালে ততকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়েছিলেন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, কিন্তু হঠাত্ করেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়েছিল তা কেউ জানে না। প্রায় ৪০ বছর পরে এসে আবারও সেই তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল নামে প্রকল্পটি অর্থ বিভাগের 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' বাস্তবায়ন করছে। ২২টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সঙ্কটে থাকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে চলতি অর্থবছরে অর্থ সহায়তা দেয়া হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

এ সময় জানানো হয়, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন উতস থেকে সম্পদের যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডেসর সমন্বয় সাধন ও একীভূতকরণ। মহিলা, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, এ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা ও প্রশিক্ষণ ব্যয় হ্রাস করা। সেই সঙ্গে নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করা।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু, অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ, এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর কাজুহিকো হিগুচি, সুইজারল্যান্ডের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বিয়েট এসসেইসার প্রমুখ।

প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশই হবে

এদিকে গতকাল শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ডায়লগ অন ইউজ অ্যান্ড স্ট্রেংথেনিং অব কান্ট্রি সিস্টেম' শীর্ষক সেমিনারের সমাপনী অধিবেশনে অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের মোট দেশজ উতপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সবসময়ই কম বলে। বাজেটে আমরা ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধরেছি, তা শতভাগ অর্জন করবো। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এক বিশ্লেষণে আইএমএফ উল্লেখ করেছে চলতি অর্থবছর দেশের প্রবৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হতে পারে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে আইএমএফ চিরদিনই কম বলে। তবে, যখন জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়ে যায়, তখন তারা আমাদের সুরে সুর মেলায়। অর্থমন্ত্রী বলেন,

জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে আমাদের কাছাকাছি কথা বলে এডিবি। এরপরে বলে বিশ্বব্যাংক। বৈদেশিক সহায়তা নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমার গর্ব হচ্ছে আগে জাতীয় বাজেট হতো শতভাগ বৈদেশিক সহায়তায় আর এখন হচ্ছে জিডিপির মাত্র ১ দশমিক ৫২ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৭০ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে দাতাদের ফান্ডের প্রয়োজন নেই, তা নয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা দারিদ্র্য নিরসনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি তার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের ফান্ডের প্রয়োজন রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত